খুলেছে সুদিনের সিংহদুয়ার

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ঈর্ষণীয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন এবং বিচক্ষণ ও উদ্ভাবনী নেতৃত্বের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন সূচকে আমাদের আরও ভাল করা সম্ভব। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার, শিক্ষা ও মানব সম্পদ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, শিল্প, যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি খাতে এগিয়ে চলেছে। তবে আয় বৈষম্য কমাতে একটি কমিশন গঠন জরুরি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যাপক সম্ভাবনা নিয়ে সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। তাঁর এই সম্পর্কিত উপ-সম্পাদকীয়টি পড়ুন পৃষ্ঠা-৮ এ।

East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Jahurul Islam City Aftab Nagar, Dhaka-1212

06.01.2014 ইত্তেফাক

খুলেছে সুদিনের সিংহদুয়ার

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বাংলাদেশের সুদিনের সিংহদুয়ার খুলেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিস্ময় জাগানিয়া। আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে ঈর্ষান্বিতরাও প্রশংসায় বাঙময়। এক সাগর রক্ত পার হয়ে চরম মূল্যে অর্জিত হয় বাংলার স্বাধীনতা। মুক্তিযোদ্ধা ও গৌরবে দীপ্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে টুঁটি চেপে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত পরাজিত শক্তি ও দেশি-বিদেশি অপশক্তির খলনায়কদের পাঁচজন মানবতা বিরোধী অপরাধে দণ্ডিত। একজন ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলেছে। অন্যরা কারাবন্দী। বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে সুষ্ঠুভাবে, আইনানুগ প্রক্রিয়ায়, আন্তর্জাতিক মানে। অচিরেই আশংকা দূর করে শতভাগ দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার রাজনীতি আরো দৃঢ়, বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টি ও উদ্ভাবনী নেতৃত্বে সোনার বাংলার আরাধ্য চ্যালেঞ্জকে জয় করে আর্থসামাজিক অগ্রগতির শীর্ষস্থানে পৌঁছার পথে বেগবান হবে। প্রয়োজন হবে সমঝোতা এবং সকল জাতীয় ইস্যুতে মোটা দাগের ঐকমত্য কারণ গণতন্ত্রের যাত্রাপথে ভিন্নতা থাকলেও অভীষ্ট লক্ষ্য তো একটিই: সম্পদ সৃষ্টি ও এর বিনিয়োগের মাধ্যমে মানব উন্নয়নের সূচকে উচ্চতম ধাপে পৌঁছা। অনেকে অবশ্য একে মধ্যম ও উচ্চ আয়ের দেশে পৌঁছার কথা বলে থাকেন।

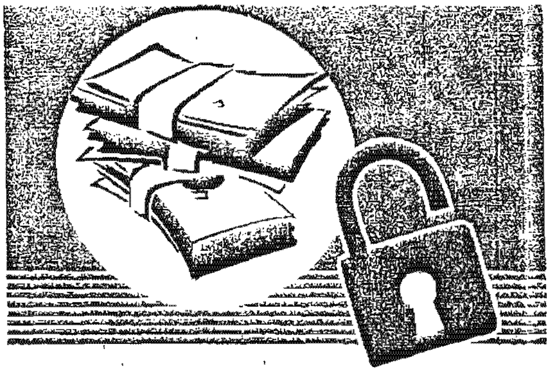

২০০৮-২০১২ সময়টা বিশ্ব অর্থনীতির মহাবিপর্যয়ের কাল হলেও ২০০৯-২০১৩ সময়ে বাংলাদেশে সূচিত হয়েছে অসাধারণ অর্থনৈতিক উত্থান ও চমৎকার সামাজিক প্রগতি। ২০১৩ সালে লন্ডনভিত্তিক লিগেটাম প্রসপারিটি সূচকে বাংলাদেশ বিগত পাঁচ বছরে বারো ঘর ডিঙিয়ে উঠে এসেছে ১০৩ নম্বর র‌্যাংকে। একই সময়ে প্রতিবেশী ভারত পাঁচ ঘর পিছিয়ে নেমে গেছে ১০৬ নম্বরে। আর পাকিস্তানের অবস্থান ১৩২। বাংলাদেশের ইতিবাচক সিঁড়ি ভাঙার সোপান হয়েছে সামগ্রিক সমৃদ্ধি (+৫), অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (+৪), উদ্ভাবনী উদ্যোগ (+২), সুশাসন (+১৮), স্বাস্থ্যসেবা (+৫), শিক্ষা (+১), নিরাপত্তা (+৫) ও সামাজিক পুঁজি সৃষ্টি (+৩)। একমাত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে নেতিবাচক পিছুটান (-১৩)। সাংবিধানিক পদ ন্যায়পাল নিয়োগ দেয়া জরুরি।

বিশ্বনন্দিত অর্থনীতিবিদ ও নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন সম্প্রতিকালে বাংলাদেশের চৌকস অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অসাধারণ সামাজিক অগ্রগতিকে চমৎকার ও দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রেষ্ঠতম বলে আখ্যা দিয়েছেন। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ও দ্য ইকনমিস্ট ম্যাগাজিন আরো বাংলাদেশের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণকে এশিয়ার ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বলেছে, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং কমবেশি নিম্নআয়ের দেশ হয়েও প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে (দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারীদের সংখ্যা গত কয়েক বছরে শতকরা ৩৬ ভাগ থেকে ২৬ ভাগে নামানো হয়েছে) দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য লাভ করেছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক ডুইং বিজনেস রিপোর্টে দেখা যায়, বাংলাদেশ নতুন উদ্যোগ শুরুর র‌্যাংকে ২১টি স্তর ডিঙিয়ে ৭৪তম স্থানে উঠে এসেছে। বিশেষভাবে উন্নত হয়েছে নিবন্ধন, অটোমেশন, ইন-সার্ভিস [illegible], ট্রেড লাইসেন্স এবং ট্যাক্সেশন প্রক্রিয়া সম্পন্নের প্রক্রিয়ায়। এদিকে অন্য একটি সারণীতে বিশ্বব্যাংক দেখিয়েছে যে, উন্নয়নের প্রধান ১২টি সূচকের মধ্যে ১০টিতেই বাংলাদেশ স্বল্প আয়ের দেশসমূহের মধ্যে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় অগ্রগামী রয়েছে। এ রকম প্রশংসার কথা আরও অনেক আছে।

তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি সাম্প্রতিক মহামন্দা কাটিয়ে উঠছে। গোল্ডম্যান স্যাক্স-এর ভাষায় ১১টি উদীয়মান অর্থনীতির অন্যতম বাংলাদেশের সামনে রয়েছে আরও বেশি বেগে এগিয়ে যাওয়ার হাতছানি। উত্তর আমেরিকা ও ব্রাজিলে বিশাল বিপুল তেল ও গ্যাসের মজুদ ইতিমধ্যে বাজারজাত করা হচ্ছে। আগামী পাঁচ বছরে তেলের দাম অর্ধেকেরও নিচে নামবে, ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের বছরে তিন থেকে চারশ' কোটি ডলার বেঁচে যাবে তেল আমদানির বিলে। বিনিয়োগ করা যাবে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে।

> বস্ত্রখাতে পুঁজি ও উদ্যোক্তা আকর্ষণ করার নীতি ও প্রণোদনা সৃষ্টি করা আবশ্যক। তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার শিল্প প্রসারের চেয়ে আগবাড়িয়ে সুতা তৈরি ও বস্ত্রবয়ন শিল্পের প্রসার করে কর্মসংস্থান করতে হবে যাতে বাজারে অভ্যন্তরীণ চাহিদার বিস্তার ঘটে। একই সাথে আমদানি করা বস্ত্র দিয়ে তৈরি পোশাক বানানোর ৪২ দিনের লিড টাইম কমিয়ে আনা সম্ভব। এতে করে রুলস অব অরিজিনে মৌলিক সুবিধা স্তম্ভ তৈরি হবে যা অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী সুফল আনবে।

বিশ্বে চারশ' হাজার কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যারের কেনাবেচা হয়। চীনের পনের হাজার কোটি ও বাংলাদেশের দুই হাজার কোটি ডলার। চীন ইতিমধ্যে অতিরিক্ত মজুরির কারণে এ খাত থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করছে। বড় বড় ক্রেতাদের পছন্দের সরবরাহের সূত্র হিসাবে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে তাদের সম্প্রসারণের বিপুল সম্ভাবনা। কিন্তু রানা প্লাজা বিপর্যয়ে [illegible], তাজরিন ফ্যাশনসসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানে দেরীতে, মালিক বন্ধুদের বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণে দ্বিধা, শ্রমজীবী ভাইবোনদের অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়ে ভাঙচুর করা, পরিকল্পিত আইনানুগ ট্রেড ইউনিয়ন শুরু করার বিষয়ে গড়িমসি, ডিজাইন ও বাজারের বহুমুখীকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারসহ উদ্ভাবনী নীতি কৌশল প্রণয়নে সাহসী পদক্ষেপ বিষয়ে জোর কদমে এগিয়ে গেলে চীনের ছেড়ে দেয়া বাজারসহ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার রপ্তানি আগামী পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির পূর্ণ বিকাশ ও উৎপাদন বহুমুখীকরণ সম্পন্ন করার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কর্মসংস্থান, রপ্তানি আয় ও রাজস্ব আদায়ে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার খাতের সুষ্ঠু সম্প্রসারণ বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। একটি শক্তিমান ও কার্যকর পরিকল্পনা কমিশন এখন সময়ের দাবি।

শিক্ষা ও মানবসম্পদ

শতকরা ৬৫ ভাগ শিক্ষার হার, প্রাথমিকে প্রায় শতভাগ ভর্তি ও ঝরে পড়ার হার শতকরা চল্লিশ ভাগের নিচে নেমে আসা, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় দৃষ্টিনন্দন অংশগ্রহণ ও সাফল্য, শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই বিনামূল্যে ত্রিশ কোটি বই বিতরণের উৎসব, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে অগ্রগতি এবং জনসম্পৃক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নের সফলতা একান্তই প্রশংসনীয়। তবে ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সসীমায় অবস্থানকারী ১০ কোটি জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে মধ্য মাধ্যমিকে দেশে বিদেশে চাহিদাসম্পন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, উচ্চশিক্ষাকে আরও প্রযুক্তিমুখী করা, যুগোপযোগী শিক্ষা আইন প্রণয়ন, উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও হাওর-বাঁওড় অঞ্চলে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের বাধ্যতামূলকভাবে শীতকালীন সেমিস্টারে গ্রামে-গঞ্জে পাঠিয়ে সম্পদ ম্যাপিং, জন্মনিবন্ধন, প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা, টিকা ও স্বাস্থ্যসেবা, মৎস্য, গরু ও মুরগি পালনে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাকার বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করার খুবই জরুরি। মনে রাখা ভাল যে শিক্ষাখাতে কোন বরাদ্দ খরচ নয় বরং এটা একটি উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ যাতে চিরন্তন মানব পুঁজির সৃষ্টি হয়। বলতে দ্বিধা নেই বেশ বড় মাত্রায় বিনিয়োগ করে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউটকে বিশ্বমানে রূপান্তর করা গেলে শিক্ষা, বাণিজ্য ও মানবসেবা রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত সফলতা আসবে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিদেশি বিনিয়োগ ও কারিগরি জ্ঞান আহরণের স্বার্থে সাতাশ বছর ঝুলে থাকা কোরিয়ান ইপিজেড-এর অনুমোদন আবশ্যক।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা সাত বছর আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে ১০ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। প্রকৃত উৎপাদন [illegible] প্রায় আট হাজার মেগাওয়াট। মুখরোচক সমালোচনায় কুইক রেন্টালকে দোষী করা হলেও পাকিস্তান বা শ্রীলংকায় দীর্ঘমেয়াদী কুইক রেন্টালের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক বেশি লাভসই হয়েছে কারণ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে এর ক্রম অবসান সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বড়জোর হচ্ছে এই যে মাত্র একটি কর্পোরেশনের আয়তনে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে ২৮০০ [illegible] উচ্চমানের বিটুমিনাস কয়লার মজুদ রয়েছে তা যদি খনির মুখে শতকরা ৮৫ ভাগ উৎপাদনশীল উন্মুক্ত পদ্ধতিতে আহরণ করা হয় তাহলে ৫০ বছর যাবৎ ২০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। সাবেকী খনি পদ্ধতি ইতালি বা আর্জেন্টিনাতে চলতে পারে কারণ ঐসব দেশে পানির স্তর ১০০ ফুট নিচে আর আমাদের ক্ষেত্রবিশেষে ১০-২০ ফুট নিচেই পানির প্রবাহ। তাই সার্বভৌম শক্তি, সম্পদ, অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় ঐকমত্য ও ভূমির মালিকদের সব ধরনের সর্বোচ্চ বিবেচনা দিয়ে ঐ কয়লা থেকে আগামী তিন বছরেই বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে বিদ্যুতে একটি টেকসই সমাধান ও আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে উল্লম্ফন সূচনা জরুরি। সারাবিশ্বে যখন কয়লা থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনই [illegible] (দক্ষিণ আফ্রিকা ৯৩%, পোল্যান্ড ৯২%, গণচীন ৭৯%, কাজাখস্তান ৭৫%, ভারতবর্ষ ৬৯%, ইসরাইল ৫৮% এবং যুক্তরাষ্ট্র ৪৯%) সেখানে আমরা মাত্র ৫.৪১ শতাংশ বিদ্যুৎ কয়লা দিয়ে উৎপাদন করি। আর পৃথিবী যেখানে গ্যাস দিয়ে ২১ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেখানে আমরা বাংলাদেশে [illegible] বহুমূল্যবান গ্যাস থেকেই শতকরা ৮৫ ভাগের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করি। [illegible] মাত্র ৩৭ ভাগ দক্ষতায় তারপর সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা ইনডেক্স সস্তা মূল্যে গ্যাস পাচ্ছেন বলে অত্যন্ত পুরাতন রোটেটিং ব্যবহার করে গ্যাসের অপূরণীয় অপচয় করছেন। এই একটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জাতীয় অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুতভাবে গ্যাস থেকে উন্মুক্ত কয়লা পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাওয়া আশু প্রয়োজন ও সাশ্রয়ী হবে। তাছাড়া সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, পানি ও আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহ ও কার্যকর সহযোগিতা প্রদান আবশ্যক। তাছাড়া বাপেক্সকে আরও শক্তিশালী এবং নিশ্চিত গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

প্রাথমিক খাত: কৃষি, মৎস্য, গরু ও মুরগি পালন

খাদ্য উৎপাদনে বৈশ্বিক [illegible] সত্ত্বেও উপযুক্ত নীতি কৌশল ও উদ্দীপক ভর্তুকি মূল্যে বস্তুগত উৎপাদনের উপকরণ যোগান নিশ্চিত করার ফলে বিগত পাঁচ বছরে [illegible] লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে। কিষাণ-কিষাণীরা খেটেছেন জান প্রাণ দিয়ে। এত বেশি উৎপাদন হয়েছে যে খাদ্য সংগ্রহ করে গুদাম সংরক্ষণের জায়গা অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। এদিকে গ্রামীণ অর্থনীতি জোরদার হলেই দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি গতিলাভ করে তা আবারও প্রমাণিত হলো। অবশ্য কয়েকটি নতুন বিষয় সামনে এসেছে। গ্রামবাংলায় দৈনিক একজন মজুরি দশ কেজি চালের সমতুল্য (টাকা ৩০০/৩০=১০ কেজি চাল), এতে কৃষি শ্রমজীবীগণ খুবই খুশি। কিন্তু ভূমি মালিক উৎপাদনকারিগণ অভিযোগ করেছেন যে উৎপাদন খরচ যে হারে বাড়ছে, কৃষিপণ্যের মূল্য সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। পারিবারিক সংবেগের খোরাকি হিসাবে অনেকেরই কৃষিকাজ আগের মতো লাভজনক নাও হতে পারে। সেজন্য উপকরণ ভর্তুকি ন্যায্য মূল্য সমর্থনের বিতর্কে আবারও যেতে হবে। উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়াতে প্রয়োজন খাদ্য গুদাম ক্যাপাসিটি এবং হিমাগার সম্প্রসারণ। শস্যবীমা আর মুখের কথা থাকলে চলবে না। আধুনিক বিশ্বে সফলভাবে পরিচালিত কৃষি উৎপাদন ও সমবায় গঠন, অন্তত সাশ্রয়ী সুদে ফসল কাটার মওসুমে ঋণ দিয়ে কিষাণ-কিষাণীর নিজের উদ্বৃত্ত নিজে কিনে সরকারি খাদ্য গুদামে ভাড়ায় রেখে সারা বছর তা বিক্রি করতে পারবেন। কমে যাবে মধ্যস্বত্বভোগী, খুশিতে থাকবেন ক্রেতারা আবার তুলনামূলকভাবে বেশি মূল্য পাবেন উৎপাদকরা। খাদ্যমূল্য থাকবে স্থিতিশীল। গবাদিপশু ও মুরগির খামার উপখাতগুলোতে প্রাথমিকভাবে অগ্রগতি হয়েছে বটে। তবে একটি সর্বাত্মক নীতি কৌশল পরিকল্পনায় এসব খাতগুলোতে আরো ব্যাপকতর প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে একদিকে যেমন সুষম খাদ্য প্রাপ্তি ঘটবে অন্যদিকে বাড়বে উৎপাদনকারীর আয় রোজগার। তবে প্রাথমিক খাতের উৎপাদনকে 'অফ ফার্ম' প্রক্রিয়াজাত করার শিল্পায়ন কৌশলে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগের আকাশসম প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, অতিরিক্ত স্থানীয় ভ্যালু এডিশন সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য নিরসন করতে হবে। ফলমূল, হর্টিকালচারও এর মধ্যে সংযুক্ত হবে। সম্প্রসারিত হতে হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সৃষ্টি ও ব্যবহার। এ খাতে ব্যবহারিক গবেষণাকে আরও জোরদার করা দরকার।

কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনে শিল্পখাতে সম্প্রসারণ

প্রাথমিক খাতে বর্তমানে শতকরা ৫১ভাগ শ্রমজীবী নিয়োজিত থেকে মোট সামষ্টিক আয়ের শতকরা ২০ ভাগ উৎপাদন করে থাকেন। সুতরাং শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তদমাধ্যমে স্থিতিশীল আয় রোজগার বৃদ্ধি করে জীবনযাত্রার মান বাড়াতেই হবে। হবে দারিদ্র্য নিরসনও। তাই বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা বস্ত্রখাতে পুঁজি ও উদ্যোক্তা আকর্ষণ করার নীতি ও প্রণোদনা সৃষ্টি করা আবশ্যক। তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার শিল্প প্রসারের চেয়ে আগবাড়িয়ে সুতা তৈরি ও বস্ত্রবয়ন শিল্পের প্রসার করে কর্মসংস্থান করতে হবে যাতে বাজারে অভ্যন্তরীণ চাহিদার বিস্তার ঘটে। একই সাথে আমদানি করা বস্ত্র দিয়ে তৈরি পোশাক বানানোর ৪২ দিনের লিড টাইম কমিয়ে আনা সম্ভব। এতে করে রুলস অব অরিজিনে মৌলিক সুবিধা শুধু তৈরি হবে যা অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী সুফল আনবে। নির্দিষ্ট অন্য কয়েকটি শিল্প যেমন চামড়া, খেলাধুলা সরঞ্জাম, জাহাজ নির্মাণ, বৈদ্যুতিক শিল্প (ঘড়ি), রাবার, সিরামিকস, পাটের বস্তা, পাট, কাঠ ও পিভিসি ফার্নিচার এবং অন্যান্য রপ্তানি খাত শিল্পকে আরো বেশি করে লালন করার সময় এসেছে। সাহসিক পদক্ষেপে ডিমিউচুয়ালাইজেশন শুরু সততায় দক্ষ পুঁজি বাজারে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল যোগান দেবে।

অবকাঠামো, যাতায়াত ও পরিবহন

একটি দেশের অর্থনীতির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির একটি পূর্বশর্ত অবকাঠামো নির্মাণ- ভৌতিক যথা বন্দর, রেল, বিদ্যুৎ, টেলিকম ইত্যাদি এবং সামাজিক যথা আইনের শাসন, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, শৃঙ্খলা মূল্যবোধ ইত্যাদি। ট্রাফিকের জ্যামে সময় নষ্ট, সম্ভাব্য সম্পদ নষ্ট এবং পরিবহনে অনিশ্চয়তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। রাজনৈতিক সমঝোতা ও জাতীয় ঐকমত্য স্থাপিত ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাস দমন, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, সামাজিক অস্থিরতা, দুর্নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে কার্যকর ও টেকসই কঠিন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে না। অধরা থেকে যাবে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি ও সুষম বিতরণে সার্বজনীন জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। তাই অর্থনীতিকে রাজনীতির প্রতিহিংসার মধ্যে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। যাতায়াত ও পরিবহন চার দশকে [illegible] দৃশ্যমান ইতিবাচক হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে রেলপথের এবং গত বছর থেকে [illegible] টার্মিনাল খুলে নৌপথের যে সূচনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত ইতিবাচক ফল আনবে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তা ও কারিগরি জ্ঞান ব্যবহার করে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যায়।

ব্যক্তি ও আয় বৈষম্য কমাতে হবে

সামাজিক সুরক্ষা শ্রেণীতে শিশু মৃত্যুর হার এখন হাজারে পঁয়ত্রিশ, মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে, হ্রাস পেয়েছে টোটাল ফার্টিলিটি রেট ও বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বেড়েছে গড় আয়ু, কমেছে পরিবারের মোট গড় সদস্য সংখ্যা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ১৯৭২ সালের শতকরা তিন ভাগ থেকে বেড়ে এখন শতকরা ৩৫ ভাগ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ছেলে ও মেয়ে শিশুর ভর্তি জনসংখ্যার অনুপাতভিত্তিক। নারীর ক্ষমতায়নে হয়েছে প্রভূত আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি। তবে পেছনে পড়ে আছে প্রতিবন্ধিতা ও অটিস্টিক আক্রান্ত ছেলে, মেয়ে ও বয়স্করা। হাওর-বাওড়ে বাসিন্দা, পাহাড়ী জনপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী তেমন বেগে এগোতে পারছে না। ফলশ্রুতিতে বাড়ছে মানুষে মানুষে আয় বৈষম্য এবং অঞ্চলে অঞ্চলে আয়, সম্পদ ও সুযোগ বৈষম্য। ১৯৭২ সালের জিনি সহগ ছিল ০.২৬ আর এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৮ অর্থাৎ সামাজিক সুরক্ষার কর্মকাণ্ডগুলো আয়, সম্পদ ও সুযোগ বৈষম্যের ক্ষতিকারক বৃদ্ধি ঠেকাতে পারছে না। এই একটি ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কথা স্মরণে রেখে একটি কমিশন গঠন করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া উচিত হবে সমতাভিত্তিকভাবে। হ্রাস করতে হবে আয়, সম্পদ ও সুযোগ বৈষম্য।

○ লেখক: অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক